আজ বিশ্ব বাঁশ দিবস: উঁচু বাঁশও বিনয়ে ঝুঁকে পড়ে



সংগৃহীত ছবি

আজ ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাঁশ দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য— ‘Next Generation Bamboo: Solution, Innovation, and Design’। বাঁশকে আধুনিক, সৃজনশীল ও টেকসই সমাধানের উৎস হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

২০০৯ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ৮ম বিশ্ব বাঁশ কংগ্রেসে প্রতিবছর ১৮ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব বাঁশ দিবস ঘোষণা করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আজ পালিত হচ্ছে ‘বিশ্ব বাঁশ দিবস ২০২৫’। প্রতিপাদ্য— ‘Next Generation Bamboo: Solution, Innovation, and Design’, যার লক্ষ্য বাঁশকে সৃজনশীল উদ্ভাবন ও টেকসই ব্যবহারের কেন্দ্রে আনা।

বাংলায় বাঁশ শব্দটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃত অর্থে বাঁশ বিনয়ের প্রতীক। চাইনিজ প্রবাদে বলা হয়: “Like Bamboo, the higher you grow, the lower you bow”— অর্থাৎ যত উঁচুতে উঠবে, তত বিনয়ে নত হবে।

বাঁশ গাছ নয়, বরং ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। কাঠের বিকল্প হিসেবে এটি পরিচিত “Green Gold” নামে। মাত্র ৪–৫ বছরে পরিপক্ব হয় এবং কাটার পরও নতুন কুঁড়ি জন্মায়। পৃথিবীতে ১৬৭৮ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে, এর মধ্যে বাংলাদেশে পাওয়া যায় প্রায় ৩০–৪০ প্রজাতি।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশের অবদান বিশাল। এটি ২০–৩৫% বেশি অক্সিজেন উৎপন্ন করে, অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। ভূমিক্ষয়, নদীভাঙন, পাহাড়ধস প্রতিরোধেও বাঁশ কার্যকর। ১৯৪৫ সালের হিরোশিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর প্রথম জন্মানো উদ্ভিদও ছিল বাঁশ।

বাঁশ থেকে পাওয়া যায় অন্তত ৮০ ধরনের ব্যবহারিক পণ্য— ঘর, আসবাব, ঝুড়ি, হস্তশিল্প, কাগজ, প্লাইসহ নানা জিনিস। খাদ্য হিসেবেও বাঁশ জনপ্রিয়; পাহাড়ি অঞ্চলে বাঁশ কোড়লের তরকারি, স্যুপ ও সালাদ বেশ পরিচিত। বাঁশপাতার নির্যাস থেকে তৈরি হয় ‘Bamboo Leaf Tea’।

চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামসহ অনেক দেশ বাঁশকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বৈশ্বিক বাঁশের বাজার প্রায় ৭০–৮০ বিলিয়ন ডলার, যা দ্রুত বাড়ছে। তবে বাংলাদেশ এখনো পরিকল্পনার অভাবে এ সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি।

বাঁশ কেবল ব্যঙ্গার্থের প্রতীক নয়— এটি টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রতীক। তাই আসুন বাঁশকে সবুজ সোনা হিসেবে মূল্যায়ন করি।

শুভ বিশ্ব বাঁশ দিবস।

লেখক: কিউরেটর, কোয়ান্টাম ব্যাম্বোরিয়ান